দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ॥ ক্যাম্পাসে দুই ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

আশরাফুল আজম মামুন

খন্দকার মাহমুদ হোসেন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ মাত্র ৪ দিনের ব্যবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনায় আরও ২ জন ছাত্রের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের হিসাবে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সূর্যসেন হলে ছাত্রদল নেতা আশরাফুল আজম মামুন এবং গতকাল শুক্রবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের পার্শ্ববর্তী রাস্তায় মাহমুদ হোসেনকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। সূর্যসেন হলে জুনায়েদ নামে ছাত্রদলের অপর এক কর্মী গুলীবিদ্ধ হইয়াছে। মামুনকে হত্যা করিয়া হলের পরিত্যক্ত পানির ট্যাঙ্কিতে লাশ রাখা হইয়াছিল। এক পর্যায়ে সূর্যসেন ও মোহসীন হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে স্মরণকালের ভয়াবহ গোলাগুলী হয়। একটি সূত্রের মতে, উভয় গ্রুপ পাঁচ শতাধিক রাউন্ড গুলী বিনিময় করে। উল্লেখ্য, ৩০শে আগষ্ট ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলীর ঘটনায় অজ্ঞাত পরিচয় এক তরুণ নিহত হইয়াছিল। গোলাগুলীর শব্দে ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপক আতংক সৃষ্টি হয়। নিহত আশরাফুল আজম মামুন তৃতীয় বর্ষ ভূগোলের ছাত্র। জিয়া হল ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক ছাত্রদল হল শাখার যুগ্ম আহবায়ক হিসাবে মামুন দায়িত্ব পালন করিয়াছে। (৭ম পৃঃ দ্রঃ)

সূর্যসেন হলের গেষ্টরুমে ক্রন্দনরত মামুনের মা ও আত্মীয়-স্বজন -ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

97B

ক্যাম্পাস

(১ম পৃঃ পর)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী, ঢাকার ব্যবসায়ী আব্দুস শুকুরের একমাত্র পুত্র মামুন এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অপর নিহত ছাত্র মাহমুদ ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

তাহার বাবা খন্দকার আলতাফ হোসেন খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের একজন কর্মকর্তা। মাহমুদদের গ্রামের বাড়ী বরিশালের বানারীপাড়ায়। তিন ভাই-বোনের মধ্যে মাহমুদ সকলের ছোট। গুলীবিদ্ধ নাসিরুল্লাহ জুনায়েদ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রিলিমিনারী প্রথম পর্বের ছাত্র। তাহাকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। সূর্যসেন হলের যে রুমে মামুনকে হত্যা করা হইয়াছে একমাস পূর্বে মাহমুদ হোসেন সেখানে বাস করিত। মাহমুদকে রুম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দ্বন্দ্ব নিরসনের বিভিন্নমুখী তৎপরতা সত্ত্বেও গত ২/৩ দিন ধরিয়া সূর্যসেন, মোহসীন, জিয়া, মুজিব ও জসীমউদ্দিন হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করিতেছিল মোহসীন ও সূর্যসেন হলে এক গ্রুপ এবং জিয়া, মুজিব ও জসীম উদ্দিন হলে ছাত্রদলের অপর গ্রুপের আধিপত্য রহিয়াছে। বৃহস্পতিবার রাত ৩টা ২০ মিনিটে একটি সশস্ত্র গ্রুপ সূর্যসেন হলের বাথরুমের পাইপ বাহিয়া হলে প্রবেশ করে। একই সময়ে সূর্যসেন হলের গেটে প্রহরারত তরুণদের কয়েকজন নিজ সঙ্গীদের ঘেরাও করে এবং তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া নিয়া পার্শ্ববর্তী বাথরুমে মুখ, হাত পা বাধিয়া তাহাদের আটক করিয়া রাখে। হলের ঘুমন্ত ছাত্ররা যাহাতে কিছু জানিতে না পারে এমন নীরবতার মাধ্যমে পাইপ বাহিয়া উঠা সশস্ত্র তরুণেরা এবং হল গেটের বিদ্রোহী তরুণেরা একজোট হয়। দ্রুতগতিতে হলের বিভিন্ন তলার অধিকাংশ রুমের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর তরুণেরা হলের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়। কয়েকজন দোতলার সিড়ির কাছে ২৬৫ নম্বর রুমে হামলা চালায়। এই সময় রুম খোলা ছিল। রুমের ভিতর আশরাফুল আজম মামুন ও জুনায়েদ ঘুমাইতেছিল। সশস্ত্র তরুণেরা মামুন ও জুনায়েদকে ডাকিয়া তোলে। ইহার পরই ৩/৪ রাউণ্ড গুলীর শব্দ পাওয়া যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র জানায়, অকস্মাৎ গুলীর শব্দের পর 'বাবাগো, মারে, আল্লাহ বাঁচাও' করুণ কান্না শোনা যায়। ইহার পর দরজা খোলার শব্দ হয়। বুঝিতে পারি বাহিরে বারান্দায় ব্যস্ত পদচারণা চলিতেছে। সিড়িতে পানি ঢালার শব্দ হইতেছে। জানা যায়, ২৬৫ নম্বর কক্ষে জুনায়েদ গুলীবিদ্ধ অবস্থায় জানালা দিয়া লাফাইয়া চলিয়া যাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মামুন বাঁচার সুযোগ পায় নাই। তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করার পর নীচতলার পরিত্যক্ত পানির ট্যাঙ্কিতে ভরিয়া বালিশ ও চাদর দিয়া ট্যাঙ্কির মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে রুমে ও সিড়িতে রক্তের দাগ ধুইয়া ফেলা হয়। এই লোমহর্ষক ঘটনার পর সকাল ৫টা ১০ মিনিটে সূর্যসেন হল এলাকায় অকস্মাৎ গুলীবর্ষণ শুরু হয়। এক পর্যায়ে মোহসীন হল হইতেও গুলী ছোড়া শুরু হয়। প্রায় একঘন্টা দুইপক্ষের মধ্যে বৃষ্টির ধারায় গোলাগুলী চলে। গুলীর শব্দে দুই হলের ছাত্ররা, আবাসিক শিক্ষকদের বাসভবনে তাহাদের পরিবারের সদস্যরা জাগিয়া উঠে। গুলীর তীব্রতা এতই ছিল যে, দুই হলের বিভিন্ন রুমে গুলী ঢুকিয়া পড়ে। গোলাগুলী চলাকালে ছাত্ররা কক্ষের মেঝেতে শুইয়া প্রহর গুণিতে থাকে। শিক্ষকদের বাসভবনে ছেলে-মেয়েরা কান্না জুড়িয়া দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশ হল দুইটির আশেপাশে অবস্থান নিলেও গোলাগুলী অব্যাহত থাকে। সকাল সাড়ে ৬টায় গোলাগুলী থামিয়া গেলে একদল সশস্ত্র তরুণ বীরদর্পে মিছিল করিয়া জিয়া, মুজিব হলের দিকে চলিয়া যায়। একটি সূত্রের মতে, তরুণেরা মুজিব হল এলাকায় পৌছার পর মাহমুদ হোসেন পাশ্ববর্তী দেওয়াল টপকাইয়া চলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে কে বা কাহারা তাহাকে গুলী করে। পুলিশ অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করিয়া বলিয়াছে মাহমুদকে সূর্যসেন হল চত্বরে গুলী করা হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর তাহার মৃত্যু ঘটে।

সকাল পৌনে ৭টায় সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্ররা নিজ নিজ রুম হইতে বাহির হইয়া আসে। ততক্ষণে পুলিশ হলে ঢুকিয়া তল্লাশী করিতেছিল। সকাল পৌনে ৮টায় পানির পরিত্যক্ত ট্যাঙ্কি হইতে মামুনের লাশ উদ্ধার করা হয়। হলের ছাত্ররা জানায়, ট্যাঙ্কির মুখে চাপা দেওয়া বালিশটা রক্তে ভিজিয়া লাল হইয়া ছিল। মামুনের লাশ তোলার পরও রক্ত পড়িতেছিল। লাশ উদ্ধার করিয়া হলের গেষ্ট রুমে রাখা হয়। সাড়ে ৯ টায় মোহাম্মদপুরস্থ বাসা হইতে মামুনের মা ও বোনেরা মামুনের লাশ দেখিতে আসিলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সূচনা হয়। গতকাল রাতে সূর্যসেন হলে ছাত্ররা আতংকময় সময় কাটায়। একজন ছাত্র জানায়, গভীর রাতে বাহির হইতে দরজা বন্ধ করার শব্দ পাইয়া প্রশ্ন করিতেই কর্কশ গলায় হুশিয়ার করিয়া দেওয়া হয়—'চুপ। নিজের কাজ করুন। কোন কথা বলিবেন না'।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র জানায়, রাতে হলের বারান্দায় পায়ের শব্দ পাইয়া দরজা খোলার চেষ্টা করিতেই বুঝিলাম বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহিরে চাপা উত্তেজনা। কাহারা যেন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। অন্যত্র কজন ছাত্র জানায়, গুলীর শব্দে ঘুম হইতে জাগিয়া দেখি রুমের অন্য বন্ধুরা সবাই মেঝেতে শুইয়া রীতিমত কাঁপিতেছে। এক পর্যায়ে জানালা দিয়া একটি গুলী রুমে প্রবেশ করিতেই সকলে কাঁদিয়া ফেলে। গুলীটি দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

গতকাল সূর্যসেন হল ক্যাম্পাসে একদল ছাত্র ইলিয়াস আলীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া একজন শিক্ষক বলেন, আমরা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করিতেছি। ক্যাম্পাসে পুলিশ রহিয়াছে অথচ সন্ত্রাসীরা কেন গ্রেফতার হয় না বুঝি না। একজন ছাত্র বলেন, হলের গেটে সর্বক্ষণ পুলিশ প্রহরা থাকা দরকার। একজন অভিভাবক বলেন, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে পুলিশের আরও আন্তরিক হওয়া উচিত।

তারিখ 07 SEP 1992
পৃষ্ঠা... ২ ...... কলাম ... ...

দৈনিক ইনকিলাব

৭৭-৫

মামুনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর কক্ষে আশরাফুল আজম মামুনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ও হত্যা মামলার বাদী মোঃ নাসরুল্লাহ খান জুনায়েদ গুলীবিদ্ধ অবস্থায় পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে পুলিশের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। ঢাকা মহানগরী ছাত্র দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক জুনায়েদ মামলার এজাহারে বলেন, 'রাজনৈতিক পূর্ব শত্রুতার কারণে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে মামুনকে হত্যা করে আসামীরা আমাকে হত্যা করার জন্য গুলী করেছিল।'

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, মামুন হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ও মামলার বাদী পুলিশের কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাবাদে বলেছেন, ছাত্র দলের একটি গ্রুপ শেখ মুজিবুর রহমান এবং কবি জসিম উদ্‌দীন হল দখল করে রেখেছে। এই গ্রুপের ১১ জন কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

মামুনের হত্যাকাণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কক্ষে এসে মামুনকে গুলী করে হত্যা করে। মামুন ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর কক্ষ কার নামে বরাদ্দ সে সম্পর্কে জুনায়েদ পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে বলেন, তিনি ও তার বন্ধু মামুন উক্ত কক্ষে থাকতেন।

হত্যা মামলায় যে ১১ জনকে আসামী করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই মুজিব-জসিম উদ্‌দীন হলে অবস্থানকারী ছাত্র দল গ্রুপের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে ৫ জনই হচ্ছে বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসী। সূত্র জানায়, এই ৫ জন উক্ত দু'হলের গ্রুপটির সাথে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতো। মামুনকে হত্যা করার পর ঘাতকরা চলে যায়। ঘাতকদের মধ্যে খন্দকার মাহমুদ হোসনেও ছিল। সে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কাটাবন এলাকা দিয়ে পালানোর সময় গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। মামুন হত্যা মামলার আসামীদের মধ্যে ৮ নম্বর আসামী হচ্ছে নিহত খন্দকার মাহমুদ হোসেন। প্রায় দু' মাস পূর্বে সূর্যসেন হলে অবস্থানকারী ছাত্র দলের গ্রুপটি জোরপূর্বক মাহমুদকে উচ্ছেদ করে দেয়। হলের ২৬৫ নম্বর কক্ষটি মাহমুদের নামে বরাদ্দ ছিল। তাকে উচ্ছেদ করার পর কক্ষটি দখল করে নেন জুনায়েদ ও তার নিহত বন্ধু মামুন। পুলিশ সূত্র জানায়, জুনায়েদকে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও প্রতিবারই সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর কক্ষের প্রকৃত বরাদ্দপ্রাপ্ত ছাত্রের নাম না বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। মাহমুদকে উচ্ছেদ করার পর তিনি জসিম উদ্‌দীন হলে গিয়ে অবস্থান করেন।

পুলিশ জানায়, ছাত্র দলের নেতা নিহত মামুন চাঁদা আদায় সংক্রান্ত একটি মামলায় ৪ মাস ৭ দিন বিশেষ ক্ষমতায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থাকার পর গত ২০— মার্চ ছাড়া পান।

গত বছর নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রমনা থানা এলাকায় জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের মামলায় মামুন গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। আরো ৪ জন সহযোগীকে নিয়ে চাঁদা আদায় করার অভিযোগে রমনা থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ৩২ তারিখ ১০-১১-১৯৯১ ইং। মামলার প্রধান আসামী মামুনকে ১১ নভেম্বর গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১২ নভেম্বর থেকে গত ১৯ মার্চ পর্যন্ত মামুনকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল।

মামুন হত্যা মামলার বাদী জুনায়েদ এজহারে লিখেছেন, "৩-৯-৯২ রাত অনুমান ১১টার সময় আমি এবং আমার বন্ধু আশরাফুল আজম (মামুন) সূর্যসেন হলের দোতলায় ২৬৫ নম্বর কক্ষে দরজা খোলা রেখে একই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ি। রাত অনুমান সাড়ে ৩টায় (৪-৯-৯২) হঠাৎ গুলীর শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখি রুমের বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো অবস্থায় ১০/১২ জন সশস্ত্র ছাত্র দাঁড়িয়ে আছে। আমার বন্ধু মামুন গুলীবিদ্ধ অবস্থায় কাতরাচ্ছে। কক্ষে দাঁড়ানো অস্ত্রধারীদের মধ্যে ছিল মুকুল —এসএম হল, শামীম (বহিরাগত) জসিম উদ্দিন হল, গুলজার —জহুরুল হক হল, শত —মুহসীন হল, কুদ্দুস —মুজিব হল, নাটা বাবু —মুজিব হল, সোহেল (বহিরাগত), খন্দকার মাহমুদ —সূর্যসেন হল পরে জসিম উদ্দিন হল, ফারুক (বহিরাগত), মুন্না (বহিরাগত), জুয়েল (বহিরাগত)। আসামীরা আমাকে ও মামুনকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় ৬/৭ বার গুলী করার চেষ্টা করে। কিন্তু গুলী হয় না।"

এজাহারে আরো বলা হয়, "আমি কালবিলম্ব না করে জানালা দিয়ে সানসেডে লাফ দেয়ার সময় মুকুল তার হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে আমাকে গুলী করে। গুলী আমার বাম পায়ের উরুতে লাগে এবং রক্তাক্ত জখম হয়। ঐ অবস্থায় আমি কোন রকমে লাফিয়ে নীচে নেমে যাই। নীচে নামার পর কয়েকজন ছাত্র আমাকে ধরাধরি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক পূর্ব শত্রুতার কারণে আসামীরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে মামুনকে হত্যা করেছে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য গুলী করেছিল।"

মাহমুদ হোসেন হত্যা মামলা

খন্দকার মাহমুদ হোসেন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তার বড় ভাই খন্দকার শাহাদাত হোসেন বাদী হয়ে রমনা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় তিনি কাউকে আসামী করেননি। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, মাহমুদ হোসেন সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র এবং ঐ হলেই থাকত। কিন্তু, দলীয় কোন্দলের কারণে সে সূর্যসেন হল ছেড়ে বিগত ২ মাসধরে জসিম উদ্‌দীন হলে অবস্থান করতে থাকে। দুই হলের বিবদমান দুই গ্রুপের ছাত্রদের মধ্যে গোলাগুলী শুরু হয় ৪ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে। এক পর্যায়ে মুজিব হলের সামনে মাহমুদ গুলীবিদ্ধ হয়। সকাল ৮টায় সে মারা যায়।